ভোরের কাগজ
SEP. 24 2002

বোর্ডের অব্যবস্থাপনা অনিয়ম ও দুর্বলতার কারণে শিক্ষার্থীরা যথাসময়ে বই পায় না

সংসদে উপস্থাপিত পারফরমেন্স অডিটে কয়েকটি সুপারিশ

কাগজ প্রতিবেদক : প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীদের হাতে যথাসময়ে বই না পৌছানোর কারণ হিসেবে-জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিতরণ ব্যবস্থাপনায় নানা অনিয়ম ও দুর্বলতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব অব্যবস্থাপনা দূর করতে শিক্ষামন্ত্রণালয়েরও উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেই। জাতীয় সংসদে উত্থাপিত এ সংক্রান্ত পারফরমেন্স অডিট রিপোর্টে চিহ্নিত ১১টি অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে-'পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস পরিবর্তনে অব্যবস্থাপনা যা মুদ্রণ ও প্রকাশনায় প্রভাব ফেলে, যথোপযুক্ত টেন্ডার ব্যবস্থাপনার অভাব, মুদ্রণের কার্যাদেশ প্রদানের সময়ানুবর্তিতার অভাব, মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ সংখ্যার ওপর বোর্ডের সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ না থাকা, পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহ মনিটরিং ব্যবস্থার দুর্বলতা, মন্ত্রণালয়ের উপযুক্ত মনিটরিং ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি।

জাতীয় সংসদের সদ্য সমাপ্ত চতুর্থ অধিবেশনে এ রিপোর্ট উত্থাপন করা হয়েছে। ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০১ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, প্রকাশ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে এ নিরীক্ষামূলক রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অরুণাংশু সেন এ রিপোর্টের ভূমিকায় বলেছেন, এ নিরীক্ষার সুপারিশের আলোকে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা, এবং যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, প্রকাশ ও বিতরণের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা আবশ্যক।

রিপোর্টে পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস পরিবর্তনে অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলা হয়েছে, অপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন সময়ে এক সঙ্গে সকল পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস পরিবর্তন ও অল্প সময়ের নোটিশে সিলেবাস পরিবর্তন করা হয়। এতে করে কোনো কোনো বছরে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে দেরি এবং মুদ্রণজনিত অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

এ সমস্যা উত্তরণে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বইয়ের সংখ্যা অনুপাতে প্রত্যেক বছর এক পঞ্চমাংশ বইয়ের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করে পরিবর্তন ও পরিমার্জনের জন্য ৫ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

কার্যাদেশ দেওয়ার বিলম্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণের বিভিন্ন ধাপের জন্য কোনো নির্ধারিত সময়সীমা না থাকায় টেন্ডার আহ্বান ও প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বিলম্ব বা দেরি হওয়ায় যথাসময়ে কার্যাদেশ দেওয়া যায় না। ফলে প্রত্যেক বছরই বই মুদ্রণ ও প্রাপ্তিতে দেরি হয়। এজন্য বোর্ডকে অতিরিক্ত অর্থব্যয় করতে হয়। যেমন ১৯৯৭ সালে সময়ের স্বল্পতার জন্য শুধুমাত্র পজেটিভ তৈরিতে বোর্ডকে ১ কোটি ৪১ লাখ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়েছে।

তেমনি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ সংখ্যার ওপর বোর্ডের সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বাজারে অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করে। বাজারে নকল পাঠ্যবই রয়েছে। কিন্তু বোর্ড এ বিষয়ে কোনো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।